ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিকল্পনা কাঠামো (এসইসিপিএফ)

ক্যাশ ট্রান্সফার মাডার্নাইজেশন (সিটিএম) প্রকল্প

৩০ জুলাই, ২০১৭

সমাজসেবা অধিদপ্তর

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ

সূচিপত্র

	শব্দ সংক্ষেপ	৩
	সারসংক্ষেপ	৪
১)	ভূমিকা	৫
২)	এসইসি লোকজনের সংজ্ঞা	৫
৩)	পটভূমি এবং বর্তমান অবস্থা	৬
৪)	সিটিএম প্রকল্পের আওতা	৭
৫)	সিটিএম ও এসইসিপিএফ উদ্দেশ্যসমূহের সামাজিক প্রভাব	৭
৬)	এসইসি সম্পৃক্ততা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া	৭
৭)	এসইসিপিএফ বাস্তবায়ন ব্যবস্থা	৯
৮)	মনিটরিং ও নথিপত্র	৯
৯)	জনগণের জন্য এসইসিপিএফ প্রকাশ	৯

শব্দ সংক্ষেপ

বিবিএস	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
বি.পি.ও.	বাংলাদেশ ডাকঘর
সিএইচটি	পার্বত্য চট্টগ্রাম
সিএসও	নাগরিক সমাজ সংগঠন
সিটিএম	ক্যাশ ট্রান্সফার মডার্নাইজেশন
ডি.ডি.	উপ-পরিচালক (জেলা পর্যায়)
ডিএসএস	সমাজসেবা অধিদপ্তর
জিআরএম	অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া
জিওবি	বাংলাদেশ সরকার
জিআরএম	অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া
এইচআইইএস	পরিবারের আয় ও ব্যয় সমীক্ষা
আইডিএ	ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি
এমওএসডাব্লিও	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
এমআইএস	ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম
এনজিও	বেসরকারী সংস্থা
এনএইচডি	জাতীয় পরিবার ডাটাবেস
এনএসএসএস	জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা সমীক্ষা
ওপি	পরিচালন নীতি
ওপি ৪.১০	আদিবাসী জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত পরিচালন নীতি ৪.১০
ওপি ৪.১২	স্বেচ্ছা পুনর্বাসন সংক্রান্ত পরিচালন নীতি ৪.১২
পিডি	প্রকল্প পরিচালক
পিএস	পৌরসভা
পিএমটি	প্রক্সি-মিনস-টেস্ট
পিএমইউ	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট
প্রসইসি	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী
এসইসিপিএফ	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিকল্পনা কাঠামো
এসএমএফ	সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো
ইউডিসি	ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার
ইউপি	ইউনিয়ন পরিষদ
ইউএসএসও	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা
ইউএসডাব্লিও	ইউনিয়ন সমাজকর্মী
ইউজেপি	উপজেলা পরিষদ

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে ক্যাশ ট্রান্সফার মডার্নাইজেশন (সিটিএম) প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে কর্মসূচির বিভক্তি, দারিদ্র্য-বান্ধব লক্ষ্য নির্ধারণের অভাব, প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ এবং সীমিত সামাজিক জবাবদিহিতা। এসব যুক্তির ভিত্তিতে, সিটিএম প্রকল্প সংস্কারের নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলো নিয়ে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা (বিধবা ভাতা), প্রতিবন্ধী ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী উপবৃত্তি কর্মসূচির সঙ্গে কাজ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে ঃ

ক। সুবিধাভোগী নির্বাচন এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আধুনিকীকরণ; এবং
খ। সুবিধাভোগীর অর্থ প্রদান ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ।

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের (এমওএসডবিও) অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তর (ডিএসএস) দ্বারা বাস্তবায়নাধীন সিটিএম প্রকল্প আর্থ-সামাজিকভাবে দুর্বল লোকেদের জন্য নগদ অর্থ হস্তান্তর কর্মসূচির স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এটি দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য ডিএসএস দ্বারা পরিচালিত চারটি বর্তমান নগদ অর্থ হস্তান্তর কর্মসূচির বিদ্যমান সুবিধাভোগী নির্বাচন ও পরিশোধ ব্যবস্থা আধুনিকায়নের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করবে। যেহেতু এই প্রকল্পটি একটি দেশব্যাপী উদ্যোগ এবং এ সংক্রান্ত পদক্ষেপে আদিবাসী মানুষদের বসবাসের এলাকা অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে, তাই আদিবাসী জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষা নীতি ওপি/বিপি ৪.১০ অনুসরণ করা হচ্ছে এবং ডি এসএস একটি পৃথক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিকল্পনা কাঠামো (এসইসিপিএফ) প্রণয়ন করেছে।

এই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিকল্পনা কাঠামোতে (এসইসিপিএফ) নিম্নলিখিত নির্দেশিকা রয়েছে যা এসইসি অধ্যুষিত এলাকায় কাজ করার ফলে উদ্ভুত সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করবে বলে আশা করা যায় ঃ

- বাছাই ও অর্থ প্রদান প্রক্রিয়াগুলো দেশের বাকি অংশের এসব প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং জাতিগত ধারণা কোনো কর্মসূচি প্রক্রিয়া প্রভাবিত করবে না তা নিশ্চিত করা;
- প্রয়োজন মতে স্থানীয় উপভাষাতে জনসাধারণের তথ্য ও যোগাযোগের জন্য প্রচার এবং তাদের সঙ্গে পরামর্শ সভা করা;
- পরামর্শ সভা চলাকালে দুস্থ ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর দরিদ্র নারী-পুরুষ, গোষ্ঠী নেতৃবৃন্দ সহ এসইসির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- এসইসির জন্য আবেদনপত্র অর্থ প্রদান প্রক্রিয়া এবং অভিযোগ দায়ের সুবিধা প্রদানের জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা স্থানীয় উপভাষায় সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছে কি না তা নিশ্চিত করা;
- এসইসির অধ্যুষিত এলাকাসমূহের দুর্গমতা ও লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কারণে কর্মসূচি বাস্তবায়ন বা সুবিধাভোগীদের সেবা প্রদান যেন ব্যাহত না হয় সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করা।

বিশ্বব্যাংকের পর্যালোচনার সাপেক্ষে এসইসিপিএফ জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করা হবে। ব্যাংকের অনাপত্তি ছাড়া এসইসিপিএফ এর কোনো বিধান সংশোধন, রদ বা স্থগিত করা যাবে না। ডিএসএস বাংলাদেশে জনসাধারনের জন্য এসইসিপিএফ এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে তার ওয়েবসাইটে (http://www.dss.gov.bd/) এ পোস্ট করবে, এবং বিশ্বব্যাংককে তার কান্ট্রি অফিস তথ্য কেন্দ্র ও তাদের ইনফোশপে এটি প্রকাশ করার অনুমতি দেবে। ডিএসএস নিশ্চিত করবে যে, অনুবাদকৃত নথির অনুলিপি তাদের সদর দপ্তরে, জেলা ও উপজেলা অফিসে; উপজেলা, ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কার্যালয়গুলোতে এবং সাধারণ জনগণের সহজে প্রবেশযোগ্য অন্যান্য স্থানে পাওয়া যাবে। প্রকাশ করার বিষয়ে, ডিএসএএস দুটি জাতীয় সংবাদপত্রে (বাংলা ও ইংরেজি) বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এসইসিপিএফ সম্পর্কে পর্যলোচনা ও মন্তব্যের জন্য কোথায় পাওয়া যাবে তা জনগণকে অবহিত করবে।

ভূমিকা

এই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিকল্পনা কাঠামো (এসইসিপিএফ) - (পূর্বে তা ছিল আদিবাসী জনগোষ্ঠী পরিকল্পনা কাঠামো বা আইপিপিএফ) সামাজিক সমস্যাগুলো মোকাবেলা করতে ক্যাশ ট্রান্সফার মডার্নাইজেশন (সিটিএম) প্রকল্পের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মানুষের সাথে সম্পৃক্ততা থাকতে পারে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে বিদ্যমান সেবা প্রদান ব্যবস্থা ও রীতির আধুনিকীকরণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচির নগদ অর্থ হস্তান্তর কর্মসূচির স্বচ্ছতা ও দক্ষতা উন্নত করা। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের (এমওএসডবিও) অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর (ডিএসএস) এই প্রকল্পটি প্রণয়ন করেছে এবং বিশ্বব্যাংকের কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতায় এটি বাস্তবায়ন করবে। চারটি বিদ্যমান কর্মসূচির অনুরূপ সিটিএম ক্ষুদ্র জাতিভুক্ত জনগোষ্ঠীর অধ্যুষিত জেলাগুলোসহ সারা দেশে কাজ করার পরিকল্পনা করছে। সেক্ষেত্রে, প্রকল্প অর্থায়ন নীতিমালার প্রাতিপালন করতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সংক্রান্ত ব্যাংকের সামাজিক সুরক্ষা নীতি ওপি/বি.পি. ৪.১০ এই প্রকল্পে অনুসরণ করা হবে। এসইসিপিএফ কর্মসূচী বাস্তবায়ন বিষয়গুলো ও সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করার জন্য নীতিমালা, নির্দেশিকা ও পদ্ধতির রূপরেখা প্রদান করে এবং প্রয়োজন হলে প্রকল্পটির আওতার মধ্যে সেগুলোর সমাধান করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সংক্রান্ত ওপি ৪.১০ এর প্রযোজ্যতা সাধারণত ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডগুলোতে এই বিশেষ ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে, যেখানে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সুবিধাভোগীদের নির্বাচন এবং সুবিধাগুলো বিতরণ করা হবে। স্থানিক বন্টনের ক্ষেত্রে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি এই তিনটি জেলায় দেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশটি বসবাস করে। এসব জেলায় মূলধারার জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে ১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে অভিবাসন শুরু হওয়ার পর থেকে। এসইসি জনগোষ্ঠীর অন্যান্য লোকজন দেশের ২৫টি জেলায় সমতলভূমিতে বসবাস করছে। সেখানে তারা সাধারণত মূলধারার জনগোষ্ঠীর মধ্যে পৃথক এলাকায় বাস করে।

ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড ভিত্তিতে নিরাপত্তা বলয় ভাতা প্রদান করা হয়। এটা খুবই অসম্ভব যে, কেবল এসইসি ভিত্তিক ইউনিয়ন বা ওয়ার্ড রয়েছে। যা শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় সম্ভব। যেহেতু প্রকল্পটি সারা দেশ জুড়ে সকল ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, তাই ডিএসএস এই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকজন অধ্যুষিত ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডগুলোতে এসইসি ইস্যুগুলো ও অন্যান্য উদ্বেগ সুরাহা করার জন্য এই এসইসিপিএফকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রস্তাবিত এসইসি-পিএফ এ ক্ষেত্রে কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিষয়গুলো ও সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করার জন্য নীতি, নীতিমালা, নির্দেশিকা ও পদ্ধতির রূপরেখা প্রদান করে এবং প্রয়োজন হলে প্রকল্পটির আওতার মধ্যে সেগুলোর সমাধান করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

২. এসইসি সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা

এসইসি হিসেবে ব্যাংকের ওপি ৪.১০ এ যাদেরকে আদিবাসী[১] বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তিনশীল প্রেক্ষাপটে বসবাস করতে দেখা যায়। কোন একক সংজ্ঞা তাদের বৈচিত্র্যকে পর্যাপ্তভাবে ধারণ করতে পারে না। তাই, ডিএসএস নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো পরীক্ষা করে বিশেষ ভৌগোলিক এলাকার এসইসি চিহ্নিত করতে বিশ্বব্যাংকের নির্দেশনা ব্যবহার করবেঃ

- একটি স্বতন্ত্র এসইসি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে আত্ম-পরিচয় এবং অন্যদের দ্বারা এই পরিচয়ের স্বীকৃতি;

[১] যেহেতু বাংলাদেশ সরকার "আদিবাসী" লোকজনকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর একটি দল বলে অভিহিত করে, তাই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, ব্যাংকের পরিচালনগত নীতিতে উল্লেখিত "আদিবাসী" লোকজনকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকজন বলে অভিহিত করা হবে। তবে, সকল পরিচালনাগত উদ্দেশ্যগুলোর জন্য এই জাতিগত গোষ্ঠীর জন্য ওপি ৪.১০ তে দেয়া আদিবাসী লোকজনের সংজ্ঞা প্রযোজ্য। এই নথিতে, এসইসি অর্থ সবসময় "আদিবাস লোকজন", যদি না ব্যাংকের নীতিতে কিছু উল্লেখ করা হয়।

- প্রকল্প এলাকার ভৌগোলিকভাবে স্বতন্ত্র আবাসভূমি বা পূর্বপুরুষদের অধ্যুষিত ভূ-খন্ড এবং এই বাসস্থান ও ভূ-খন্ডের প্রাকৃতিক সম্পদে তাদের সম্মিলিত সংস্পৃক্ততা;
- প্রথাগত সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যা প্রভাবশালী সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে আলাদা; এবং
- একটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বা এসইসি ভাষা, যা দেশের বা অঞ্চলের সরকারী ভাষা থেকে প্রায়ই ভিন্ন।

৩. পটভূমি এবং বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশগুলোর অন্যতম। ২০১৬ সালে দেশে মাথাপিছু আয় ছিল ১,৪০৯ ডলার, এটি নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের ক্যাটাগরির চেয়েও ভাল যা বাংলাদেশ ২০১৪ অর্থ বছরে অর্জন করেছে। অনেক অগ্রগতি সত্ত্বেও, দারিদ্র্য ও নানা ঝুঁকি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ বেশিরভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে এবং কাছাকাছি পর্যায়ে বসবাস করে এবং বিভিন্ন ঝুঁকির মুখোমুখি হয়; তাও এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য আরো শক্তিশালী সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রয়োজন। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে এসব চ্যালেঞ্জকে চিহ্নিত করেছে এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) ২০১৫তে উল্লেক্ষিত এই বিষয়গুলি কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার নীতিমালা প্রণয়ন করছে :

কর্মসূচি বিভক্তিকরণ: বাংলাদেশ বর্তমানে ২০ টিরও বেশি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১৪০ টির বেশি সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এটি স্বীকৃত যে, মূল কর্মসূচিগুলো জোরদার এবং একত্রীকরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

দারিদ্র বান্ধব লক্ষমাত্রার অভাব: বর্তমানে আর্থিক সহায়তার জন্য যোগ্য দরিদ্রদেরকে চিহ্নিত করার কোন বৈজ্ঞানিক লক্ষ্যমাত্রা কৌশল নেই। এতে সরকার এবং ব্যাংক একমত হয়েছে যে, একটি সমন্বিত লক্ষমাত্রা নির্ধারণ ব্যবস্থা করতে হবে যা বিভিন্ন কর্মসূচিতে সত্যিকারের দরিদ্র পরিবারগুলোকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে এবং সঠিকভাবে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও কর্মসূচি দক্ষতা উন্নত করতে পারে।

প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ: পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন সীমাবদ্ধতা কর্মসূচির কার্যকারিতা ক্ষুন্ন করেছে। এতেকরে প্রধান নেতিবাচক ফল হচ্ছে সুবিধাভোগীর পুনরাবৃত্তি এবং বিশেষত খাদ্য ও নগদ অর্থ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সুবিধাগুলোর অপচয়। বিশেষ করে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে, যাদের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মতো পরিষেবা লাভের স্থানগুলোতে সরসরি যাওয়ার সুযোগ সীমিত এবং মধ্যস্থতাকারীদের কাজে লাগানো জরুরি।

সীমিত সামাজিক জবাবদিহিতা: নাগরিক সম্পৃক্ততার অভাব হলে সামাজিক জবাবদিহিতা দূর্বল হয়ে পড়ে। কর্মসূচির সুবিধাভোগী বিশেষত বৃদ্ধ, বিধবা ও শারীরিক অক্ষম ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায়ই নিরপত্তা বলয় কর্মসূচি, তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া এবং সুবিধাগুলো পাওয়ার ব্যপারে সীমিত সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। সচেতনতার অভাব, সীমিত প্রবেশাধিকার, প্রতিহিংসার ভয় এবং অকার্যকারিতার ধারণার কারণে অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াগুলো খুব কমই ব্যবহার করা হয়।

৪. সিটিএম প্রকল্পের আওতা

সিটিএম প্রকল্প মূলত উপরে আলোচনা করা বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করবে এবং এনএসএসএস - এ চিহ্নিত ক্ষেত্রগুলোতে সংস্কার করবে। প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো প্রকল্পের অধীনে প্রস্তাবিত তিনটি অংশে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রথম দুইটি ডিএসএস এবং তৃতীয়টি বি.পি.ও বাস্তবায়ন করবে।

কম্পোনেন্ট ১:

নগদ অর্থ হস্তান্তর কর্মসূচি জোরদারকরণ: এসব কর্মসূচির আধুনিকীকরণে সহায়তা প্রদানের নির্ধারিত কর্মক্ষমতা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, অক্ষমতা ভাতা এবং অক্ষম শিক্ষার্থী বৃত্তি প্রদান কর্মসূচির অধীনে ব্যয়ের একটি অংশ অর্থায়ন করা হবে। আর্থিক সম্পদ সম্প্রসারিত করার পাশাপাশি সম্পদের ভৌগোলিক বন্টনকে যৌক্তিক করার জন্য একটি প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে সুবিধার অর্থের পরিমাণ সমন্বয় করা হবে এবং সমগ্র এলাকার ভিত্তিতে আরো সুষম করা হবে।

[২] বাংলাদেশ সামাজিক সুরক্ষা এবং শ্রম পর্যালোচনা: স্মার্ট সামাজিক সুরক্ষার এবং দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের জন্য"; বিশ্ব ব্যাংক, ২০১৬

কম্পোনেন্ট ২:

সুবিধাভোগী নির্বাচন ও পরিচালন ব্যবস্থার আধুনিকায়নঃ এই ব্যবস্থা প্রক্সি মিনস টেস্ট (পিএমটি) পদ্ধতির ভিত্তিতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রণীত জাতীয় গৃহভিত্তিক ডাটাবেস (এনএইচডি) এর সঙ্গে ডিএসএস এমআইএস সমন্বয় করার মাধ্যমে সুবিধাভোগী নির্বাচন ও বৈধতা যাচাইয়ের জন্য প্রোটোকল প্রণয়ন করতে সহায়তা দিবে। পারিবারিক আয় ও ব্যয় জরিপ (এইচআইইএস) ২০১০ এর ভিত্তিতে বিবিএস ইতোমধ্যে পিএমটি সূত্রটি চূড়ান্ত করেছে, যাতে পরিবারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে জাতীয়ভাবে প্রতিনিধিত্বশীল পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা পদ্ধতি (অ) এনএইচডি তথ্য[৩] ব্যবহার করে প্রতিটি পরিবারের "দারিদ্র্যসীমার" নির্ধারণ করবে; (আ) দারিদ্র্য সীমার উপর ভিত্তি করে সবচেয়ে বেশি যোগ্য সুবিধাভোগীদের নির্বাচন করবে; এবং (ই) সম্পূর্ণ ডিজিটাইজড সেবা প্রদান প্রক্রিয়া প্রণয়ন করবে যাতে থাকবে আবেদন ও অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা এবং একটি বা একের অধিক পেমেন্ট সেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ডিএসএস এমআইএস সমন্বয়ের মাধ্যমে অর্থ প্রদান ব্যবস্থা। এটি উদ্দেশ্যভিত্তিক বাছাইয়ের পাশাপাশি চাহিদা মাফিক আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য সুযোগ দিবে যা অন্যান্য হস্তক্ষেপ কমিয়ে আনবে। এটি প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও কারিগরি সহায়তা, পরিষেবা ফি, ডেবিট কার্ড, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য পরিচালনগত ব্যয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

কম্পোনেন্ট ৩:

সুবিধাভোগীর অর্থ পরিশোধ ব্যবস্থার আধুনিকায়নঃ এই অংশটি বি.পি.ও. কে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও কারিগরি সহায়তা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য পরিচালনগত ব্যয় নির্বাহ করার জন্য অর্থায়ন করবে।

৫. সিটিএম এবং এসইসিপিএফ-এর উদ্দেশ্যসমূহের সামাজিক প্রভাব

এই প্রকল্পটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকজনসহ কোন ব্যক্তি/পরিবারকে প্রতিকূলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। নিরাপত্তা বলয় সুবিধা হিসাবে নগদ অর্থ প্রদান এসইসি এর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির জন্য অসঙ্গত হবে না। প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সবচেয়ে যোগ্য সুবিধাভোগীদের নির্বাচন করা এবং পেমেন্ট সেবা প্রতিষ্ঠান দ্বারা অর্থ প্রদান করা। সার্বিকভাবে প্রকল্পের জন্য এই বিষয়গুলোর সঙ্গে, প্রস্তাবিত এসইসিপিএফ এর লক্ষ্য হল নিম্নরূপ (এসএমএফ লক্ষ্যসমূহের অতিরিক্ত)ঃ

- এসইসি অধ্যুষিত এলাকায় কর্মসূচির প্রক্রিয়াগুলোর দেশের বাকি অংশের প্রক্রিয়াগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণতা নিশ্চিত করতে হবে যে, এসইসি অধ্যুষিত এলাকায় কর্মসূচির প্রক্রিয়াগুলো দেশের বাকি অংশের প্রক্রিয়াগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; জাতিগত পরিচয় সুবিধাভোগী নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে না তা নিশ্চিত করতে হবে;
- নিশ্চিত করতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট জিওবি নীতি এবং জেন্ডার প্রভাব ইস্যু সহ বিশ্বব্যাংকের সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ;

৬. এসইসি সম্পৃক্ততা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ প্রক্রিয়া

প্রকল্প সুবিধাভোগীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলে এসইসি'র অংশগ্রহণ এবং পরামর্শ করার বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ডগুলোর অন্যতম। ডিএসএস একটি প্রাথমিক সামাজিক মূল্যায়ন, বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে তথ্য, মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে প্রস্তাবিত এসইসিপিএফ তৈরী করেছে। ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে ৭ টি সভায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটিতে কাপ্তাই উপজেলার ওয়াগগা ও চন্দ্রঘোনা ইউনিয়নের ২ টি সভায় সাম্প্রতিককালে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল চলমান কর্মসূচির অধীন এনইসি সহ সুবিধাভোগীরা এবং অন্যান্য যারা প্রস্তাবিত কর্মসূচির অধীনে বিবেচিত হতে আগ্রহী। এসইসির'র (এবং মূলধারার গোষ্ঠীগুলোর) সঙ্গে পরামর্শ, সেই সাথে নাগরিকদের সম্পৃক্ত করার কার্যক্রম প্রকল্প চলাকালে অব্যাহত থাকবে প্রয়োজনে বুঝার সুবিধার্থে স্থানীয় উপভাষা ব্যবহার করতে হবে; এভাবে কাজ করার মাধ্যমে প্রকল্পটির লক্ষ্য হচ্ছে স্থানীয় উপভাষা দক্ষতার সাথে লোকজনকে কাজে লাগানো।

---

৩ দারিদ্র সীমা নির্ধারণ করার ভিত্তি হচ্ছে বিভিন্ন চলক যা পরিবারের দারিদ্র অবস্থার সঙ্গে খুবই সম্পৃক্ত এবং লক্ষ্যণীয় ও যাচাইযোগ্য। এসব চলকের মাত্রা নির্ধারণ করা হয় পরিবারের কল্যাণের সঙ্গে এগুলোর সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে। বিবিএস সম্পত্তির মালিকানা, পরিবার প্রধানের শ্রম বাজার কর্মকর্তা এবং অন্যান্য লোকসংখ্যা ভিত্তিক তথ্য সহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ঘরে ঘরে শুমারি পরিচালনা করবে।

অন্যান্য তথ্য ছাড়া সুবিধাভোগীদের প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ও পরিচালনগত পর্যালোচনার মাধ্যমে যোগ্যতা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য জনসাধারণের তথ্য ও যোগাযোগের প্রচারাভিযান এসইসি অধ্যুষিত এলাকাসহ যেখানে সিটিএম বাস্তবায়ন করা হবে সেসব এলাকায় ডিএসএস'র দ্বারা আউটসোর্স করার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা গেছে যে, দরিদ্র ও দুস্থদের উপকারের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পগুলোতে সম্ভাব্য সুবিধাভোগীদের বঞ্চিত করে অবস্থাপন্নদের দ্বারা কুক্ষিগত করার প্রবণতা রয়েছে। এর প্রেক্ষিতে আশা করা হচ্ছে যে, এই ধরনের কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি শক্তিশালী, সম্পূর্ণ কার্যকরী অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া (জিআরএম) জরুরি। তাই, সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, সিটিএম প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের বাছাই থেকে শুরু করে সুবিধা বিতরণ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষোভ ও অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একটি অধিক শক্তিশালী, সহজেই সুবিধা লাভের যোগ্য জিআরএম থাকবে। এটি অ-দরিদ্রদের বাছাই করা, সুবিধার অপচয়, সুবিধাভোগীদের দুইবার তালিকাভুক্তি কমিয়ে আনা এবং অন্যান্য পরিচালনাগত ইস্যুতে সাহায্য করবে। একটি সুদৃঢ় জিআরএম এ ধরণের কর্মসূচির তত্ত্বাবধান ও নিরীক্ষণে সংশ্লিষ্ট সামাজিক দায়বদ্ধতা জোরদার করবে। তবে, মনে রাখতে হবে যে, জিআরএম সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আদালতে যাওয়ার অধিকারে বাধা প্রদান করে না।

অভিযোগ দায়ের ও পর্যালোচনা করার জন্য, সিটিএম প্রকল্প ডিএসএস এর এমআইএস-এ বিদ্যমান অভিযোগ নিষ্পত্তি মডিউল ব্যবহার করবে। এই ব্যবস্থায়, অভিযোগ দায়ের করতে ইচ্ছুক একজন সংখ্যালঘু ব্যক্তি একজন ইউনিয়ন সমাজ কর্মীকে (ইউএসডব্লিউ) ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি), অথবা অন্য কোনও স্থানে ইন্টারনেট ও কম্পিউটার সেবা ব্যবহার করে এমআইস -এ তার অভিযোগ প্রবেশ করিয়ে দিতে অনুরোধ করবে। ইউডিসি- তে বিদ্যমান সুবিধার বাইরে এমআইএস ব্যবহার করার সুযোগ করে দেয়ার জন্য ইউএসডব্লিউকে অন্য যন্ত্র দিবে। এমআইএস ছাড়াও, প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে দুর্বল ইন্টারনেট সংযোগ, অথবা এমআইএস এর সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলোর মতো কারিগরি সমস্যার ক্ষেত্রে তথ্য হারানোর ক্ষতি এড়াতে একটি ম্যানুয়াল নিবন্ধন রাখা হবে।

একজন ব্যক্তিকে ইন্টারনেট ব্যবহার করা এবং অভিযোগ দায়ের করার জন্য এমআইএস ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়ার ক্ষেত্রে ইউএসডব্লিউর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইউএসডাব্লিউ গুরুত্ব নির্বিশেষে সব অভিযোগ সিস্টেমে প্রবেশ করাবে। অভিযোগটি সিস্টেমে প্রবেশ করানোর প্রমাণ হিসেবে ইউএসডব্লিউ অভিযোগকারীকে প্রিন্ট করা একটি স্বাক্ষরিত কপি দেবে, অথবা যেখানে ইন্টারনেট সংযোগ নেই সেখানে অন্য কোনও স্বাক্ষরিত লিখিত প্রমাণ প্রদান করতে হবে।

ইউএসএসও অভিযোগগুলো পর্যালোচনা এবং সেগুলো সমাধান করার চেষ্টা করবে। যদি সমাধান না হয়, তা হলে ইউএসএসও সেগুলোকে জেলা পর্যায়ে উপ-পরিচালকের (ডিডি) কাছে পাঠাবে। যদি ডিডি অভিযোগগুলি সমাধান করতে না পারে, তাহলে মামলাটি ডিএসএসের কাছে পাঠানো হবে, যেখানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে দায়ের করা অভিযোগসমূহের নিষ্পত্তি করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য ডিএসএস এর যে সময় লাগবে তা সিটিএম প্রকল্পটির একটি মূল নির্দেশক হবে।

ধরণের ওপর ভিত্তি করে প্রতিটি অভিযোগকে সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে (ক্ষেত্র এবং / বা কেন্দ্রীয়) শ্রেণীভুক্ত করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সংস্থার কাছে পাঠানো হবে: (ক) বিবিএস যদি অভিযোগটি এনএইচডি-তে ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত না করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় যা হয়তো ডিএসএস কর্মসূচির জন্য তার নির্বাচন বা যোগ্যতা নির্ধারণ ব্যাহত করেছে; (খ) বিপিও বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অর্থ প্রদানকারী যদি অভিযোগটি অর্থ প্রদান সম্পর্কিত হয়; (গ) ডিএসএস যদি অভিযোগটি হয় কর্মসূচির সেবা প্রদানের বিষয়ে পর্যালোচনার যে কোন পর্যায়ে একজন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির মেনে নেয়া সিদ্ধান্তগুলো অভিযোগের কারণ সৃষ্টিকারী ব্যক্তি/ সংস্থাগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

৭. এসইসিপিএফ বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

ইউএসএসও'র মাধ্যমে এসএমএফ এর মতোই একই ধরণের বাস্তবায়ন ব্যবস্থা ব্যবহার করে, ডিএসএস নিশ্চিত করবে যে এলাকাগুলো এসইসি অধ্যুষিত:

- প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য প্রচারের পাশাপাশি স্থানীয় উপভাষাতে সুবিধাভোগীদের সঙ্গে পরামর্শ ও সাক্ষাৎকার পরিচালনা করার সুযোগ রয়েছে;
- এসইসির জন্য আবেদনপত্র প্রক্রিয়া এবং অভিযোগ দায়ের সহজতর করার জন্য স্থানীয় উপভাষায় দক্ষ মাঠ কর্মীরা নিয়োজিত রয়েছে;
- সুবিধাভোগী বাছাই ও অর্থপ্রদান প্রক্রিয়াগুলো দেশের অন্যান্য অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যেমন, এনএইচডি ডাটা ব্যবহার করে এমআইএস দ্বারা যোগ্যতা যাচাই, দারিদ্র্যের ভিত্তিতে সম্পদের প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে দরিদ্রতম সুবিধাভোগীদের বাছাইকরণ; এবং দারিদ্র সীমার ভিত্তিতে অপেক্ষামান সুবিধাভোগীদের তালিকাভুক্তি। বাছাই প্রক্রিয়ায় (ক) দারিদ্র তথ্য; এবং (খ) সম্পদের প্রাপ্যতা ছাড়া জাতিগত বা অন্য কোন বিবেচনার উপর ভিত্তি করে কোন সমন্বয় করা যাবে না।
- পরামর্শ সভায় দুস্থ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দরিদ্র নারী-পুরুষ, গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ সহ এসইসি'র অংশগ্রহণ থাকতে হবে,
- বিশেষত পার্বত্য চট্রগ্রামে অনেক এলাকা দূরতিগম্য ও বসতিগুলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার বিষয়টি বিবেচনা করে যথোপযুক্ত জরুরি পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা; যাতে বাছাই, তালিকাভুক্তি এবং অর্থ প্রদান বিরামহীনভাবে অব্যাহত থাকে।

৮. মনিটরিং এবং ডকুমেন্টেশন

এসএমএফ-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, ডিএসএস এমআইএস হবে সিটিএম-এ তথ্য প্রবাহের মূল। এ কারণে আবেদনপত্র, সুবিধাভোগী তালিকা (অনুমোদিত, প্রত্যাখ্যাত, যোগ্য, অযোগ্য ও অপেক্ষা তালিকাভুক্ত), অর্থ প্রদান এবং অভিযোগ সংক্রান্ত সকল তথ্য এমআইএস-এ সংরক্ষিত হবে এবং অংশীদারদের কাছে সহজলভ্য থাকবে। তবে, এনএইচডি এবং চারটি কর্মসূচির আবেদনপত্রে জাতিগত পরিচয়ের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। ফলে, সুবিধাভোগীদের তথ্য ব্যবহার করে এসইসির জন্য আলাদাভাবে উপাত্ত বের করা অসম্ভব হবে। তবে পরিচালনাগত পর্যালোচনা সেবা প্রদানকারী এসইসিপিএফ বাস্তবায়ন অবস্থা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া দেবে এবং একটি প্রতিনিধি নমুনা ও নিম্নোক্ত সূচক ব্যবহার করে এসইসির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা জানাবে;

কর্মসূচির মাধ্যমে সুবিধভোগীদের মধ্যে এসইসি'র সদস্যদের শতকরা হার;

অন্যান্য অঞ্চলের সুবিধাভোগীদের সঙ্গে এসইসি'র সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের ভাতা গ্রহন করার জন্য যাতায়াত দূরত্ব এবং খরচের তুলনা।

৯. জনসাধারণের জন্য এসইসিপিএফ তথ্য প্রকাশ

বিশ্বব্যাংকের পর্যালোচনার সাপেক্ষে এসইসিপিএফ জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করা হবে। ব্যাংকের অনাপত্তি ছাড়া এসইসিপিএফ এর কোনো বিধান সংশোধন, রদ বা স্থগিত করা যাবে না। ডিএসএস বাংলাদেশে জনসাধারণের জন্য এসইসিপিএফ এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে তার ওয়েবসাইটে (http://www.dss.gov.bd/) এ পোস্ট করবে, এবং বিশ্বব্যাংককে তার কান্ট্রি অফিস তথ্য কেন্দ্রে ও তাদের ইনফোশপে এটি প্রকাশ করার অনুমতি দেবে। ডিএসএস নিশ্চিত করবে যে, অনুবাদকৃত নথির অনুলিপি তাদের সদর দপ্তরে, জেলা ও উপজেলা অফিসে; উপজেলা, ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার কার্যালয়গুলোতে এবং সাধারণ জনগণের সহজে প্রবেশযোগ্য অন্যান্য স্থানে পাওয়া যাবে। প্রকাশ করার বিষয়ে, ডিএসএস দুটি জাতীয় সংবাদপত্রে (বাংলা ও ইংরেজি) বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এসইসিপিএফ সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মন্তব্যের জন্য কোথায় পাওয়া যাবে তা জনগণকে অবহিত করবে।